29TH NATIONAL RALLY 2009

15 FEBRUARY

ANSAR & VILLAGE DEFENCE PARTY

SPECIAL SUPPLEMENT

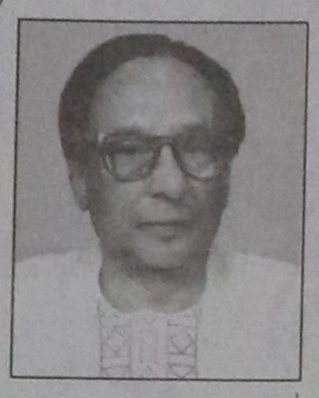

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
০৩ ফাল্গুন ১৪১৫
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিয়োজিত এক বলিষ্ঠ সংগঠন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর অবদান ছিল গৌরবদীপ্ত ও প্রশংসনীয়। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও দেশ গঠনে আনসার ও ভিডিপি সদস্যরা অন্যান্য বাহিনীর সাথে একযোগে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সদ্য সমাপ্ত জাতীয় ও উপজেলা নির্বাচনে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে জনকল্যাণ ও জাতিগঠনমূলক কাজে এ বাহিনী আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৩ ফাল্গুন ১৪১৫
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

বাণী

দেশের সর্ববৃহৎ গণভিত্তিক বাহিনী আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশের প্রাক্কালে আমি এই বাহিনীর সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

গ্রামীণ সমাজের অর্ধকোটির অধিক সদস্যের বিশাল এ বাহিনী সেবার আদর্শে সমুজ্জ্বল ও গৌরবদীপ্ত। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর যেমন ছিল গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা, তেমনি দেশ গঠনে এ বাহিনীর সাফল্য প্রশংসনীয়। গত ২৯ ডিসেম্বর/২০০৮ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২২ জানুয়ারি/২০০৯ তৃতীয় উপজেলা নির্বাচনে আনসার বাহিনীর সদস্যরা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস প্রতিরোধ এবং জননিরাপত্তা রক্ষায় নিজস্ব পরিধিতে ও কমান্ডের আওতায় তাদের দায়িত্ব পালনের আমি প্রশংসা করি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সাথে এবং সমতল এলাকায় পুলিশ ও র‍্যাব এর সাথে দায়িত্ব পালনে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের সাহসিকতা ও কর্মনিষ্ঠার প্রমাণ সুবিদিত। মানবসম্পদ উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্য, নারী কল্যাণ, নারী-শিশু পাচার রোধ এবং সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় এ বাহিনীর ভূমিকার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমার বিশ্বাস দিন বদলের এ মাহেন্দ্রক্ষণে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিটি সদস্য, দেশ প্রেমের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে নিরলস পরিশ্রম করে যাবেন।

আমি এ বাহিনীর সার্বিক সাফল্য এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

এডভোকেট সাহারা খাতুন

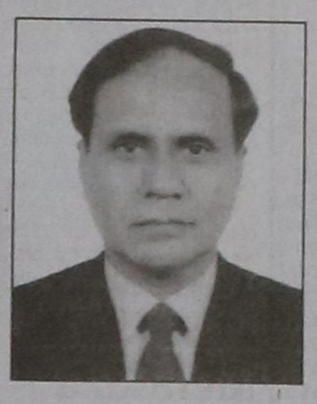

স্বরাষ্ট্র সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৩ ফাল্গুন ১৪১৫
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

বাণী

আনসার ভিডিপি দিবস ও ২৯তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে বাহিনীর সকল সদস্য সদস্যাকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত দেশের বিশাল গণভিত্তিক শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে জাতীয় কর্মাঙ্গনে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর যেমন ছিল গৌরবজনক ভূমিকা তেমনি স্বাধীনতা উত্তরকালে তাঁদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ড অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ব্যাটালিয়ন আনসাররা পার্বত্য অঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে ও সমতল এলাকায় সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। প্রায় ত্রিশ হাজার অংগীভূত আনসার শিল্প কারখানা ও মানুষের জানমাল রক্ষায় নিষ্ঠা ও সাহসিতার সাথে নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করে সবার আস্থা অর্জন করেছে। সম্প্রতি জাতীয় সংসদ ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আট লক্ষাধিক অংগীভূত আনসার ভিডিপি নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে ভোট কেন্দ্রে যে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছে, তা প্রশংসনীয়।

এ বাহিনী দেশের গ্রামীণ জনপদে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের আত্মকর্মসংস্থান, গণশিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা ও বৃক্ষরোপণ এবং সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতীয় উন্নয়নে ও গ্রামীণ মানুষের সামাজিক কল্যাণে এ বাহিনীর অংশগ্রহণ দেশকে সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত করবে।

সুখী সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর দেশ গড়তে সরকারের যাবতীয় কর্মসূচিতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য-সদস্যারা আরো গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন-এ আমার প্রত্যাশা। এ বাহিনীর জাতিগঠন ও জনকল্যাণকর সব কর্মকান্ডের সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আবদুল করিম

CAPACITY BUILDING OF ANSAR- VDP FOR CRIME PREVENTION THROUGH LOCAL GOVERNMENT

AKM Mizanur Rahman

INTRODUCTION

Bangladesh is facing the challenge of a 'CHANGE'. A change indeed is the need and aspiration of the people. We have to prepare ourselves to change our mindset, attitude and action. Crimes of different types and dimensions are the blockades against sustainable development of the country. It stands on the way to gender equality, investment of resources, efficiency, productivity, and a better quality of life for the people. Crime control in Bangladesh has been attempted in many ways. Those attempts were urgently required by the society as a whole. We had some benefits out of those attempts. But we need serious attention to be paid to prevention of crimes at all levels, both in urban and rural areas, in order to operate cost-effectively in our journey for a peaceful and investment-friendly environment in Bangladesh. In this regard, can we trust the Local Bodies with a little less fear and a little more concern?

CRIME PREVENTION

'Crime Prevention' can be explained as any initiative or policy which reduces, avoids or eliminates victimization by crime or violence. It includes government and non-government initiatives to reduce fear of crime as well as lessen the impact of crime on victims.

Crime prevention policies may be implemented by individual citizens, families and communities as well as agencies that deliver education, housing, municipal, law enforcement and so on. It seems to be much more than just police, courts and corrections.

According to the UN guidelines crime prevention encompasses a wide range of approaches , including those which:

* Promote the well-being of people and encourage pro-social behaviour through social, economic, health and educational measures, with a particular emphasis on children and youth, and focus on the risk and protective factors associated with crime and victimization (prevention through social development or social crime prevention);
* Change the conditions in communities/villages that influence offending, victimization and the insecurity that results from crime by building on the initiatives, expertise and commitment of community members (locally based crime prevention);
* Prevent the occurrence of crimes by reducing opportunities, increasing risks of being apprehended and minimizing benefits, including through environmental design, and by providing assistance and information to potential and actual victims (situational crime prevention).

We are interested particularly in primary and secondary prevention. Primary prevention refers to policies that tackle risk factors in the general population known to be associated with crime trends, such as youth unemployment or economic opportunities for women. Secondary prevention refers to policies that target situations where people or communities are particularly at risk, such as helping youth at risk to avoid drug abuse or providing extra care to communities where human trafficking is frequent. Tertiary prevention, after primary and secondary preventions, refers to strategies that prevent crimes by assisting in the social reintegration of offenders and other preventive mechanisms.

CRIME PREVENTION AND LOCAL BODIES

Local government is often termed as the cutting edge of government and governance or the government-society interface. The government intervenes through LGs in respect of the functions assigned to them in regulating social activities and actions. LGs are indeed established to carry out the purposes assigned to them under the law. They are therefore accountable to government. As elected bodies, LGS are accountable to their electors. Hence the roles of local government, as the government-society interface.

Local law and order constitutes a function assigned to both the Upazila and Union Parishads, in Bangladesh. Most LGs in the region have a general responsibility, if not a specific one, to create the conditions wherein there is rule of law and order in the society. However there are central government agencies specifically mandated for law enforcement, specially the Police. In the case of Union Parishads, the village police are required to report to the officer-in-charge of the police stations.

In Bangladesh, government administration is organized according to a traditional bureaucratic model. Government agencies mostly operate from 'offices', to which people must come in order to get their problem solved. This can be called the "pull" model of service delivery. The alternate approach is where services are taken to the people, the "push" model. While in most cases a combination is needed, there is a tendency for the latter approach to get neglected in managing the interface between government operations and the society they serve.

LGs are elected by people and they must interface with their electors almost on a day to day basis. Therefore they can be considered to be community organizations. This interface is then the essence of local government. Its approaches should therefore be community-based, innovative and adaptive, in taking services to the people. The question therefore arises, can they innovate and adapt according to local situations and conditions.

The role of LG institutions in preventing crimes in Bangladesh can be summarised as:

Firstly, they can effectively complement the institutionalized approaches of central government operations with community based approaches in taking services to the people & to make the government-society interface more meaningful.

Secondly, they can innovate and adapt remedies and solutions to problems of law and order according to local situations and needs & establish a partnership between law and society. This is to create amongst the people a sense of ownership of the law in society.

Thirdly, they have a responsibility for providing human security. The scope and content of human security extends from social justice and freedom from fear to equity and equality. Human security is the pre-condition for development and is necessary for people to take a long term view of their lives and hence to want societal stability and social order established for sustainable development.

INSTITUTIONAL ISSUES IN CRIME PREVENTION AND ANSAR-VDP

The key issue in crime prevention is as to how the law can be taken to people and bring them to own it and practice it as a scheme of social control complementing the enforcement of law by the state. Any scheme of social control has a coercive and a voluntary aspect. Then how can interaction be established along the interface between law and society extending on to the area of voluntary social control.

Compliance with the law can be approached through enforcement and acceptance. The very notion of crime as an offence against public law raises the question of the extent of acceptance. What institutional options are available that could complement the deterrence effect of law enforcement in extending the area of acceptance. The search for options must look for community based approaches. The issue may be approached from both the enforcement and acceptance perspectives.

Raised in line with the Home Guard of British India in 1948, Ansar Bahini has developed it's organizational units up to each union of the country. Being raised in 1976, the Village Defence Party (VDP) has turned into the largest community-based disciplined organization in Bangladesh. Village Defence Party has it's organized units up to each village of the country. Besides, there are 36 fully equipped Ansar Battalions, which are jointly performing their operational duties with Police, Army and RAB.

According to the Acts of 1995 the duties of Ansar Bahini & the Village Defence Party are:

" Duties and responsibilities of Ansar Bahini:

(a) To assist government or any authority under it to maintain public order and to ensure human security.
(b) To take part in any programme for the socio-economic development of the country.
(c) To assist other forces by order of the government.

" Duties and responsibilities of the Village Defence Party (VDP):

(a) To assist all sorts of welfare activities in order to develop the socio-economic condition of the country.
(b) To participate in all types of activities in order to maintain law & order and to ensure human security.
(c) To perform any other duties assigned by the government from time to time.

All the members of Ansar-VDP live in their own community. They are 4.9 millions in number, uniquely with 50% women members. From the enforcement perspective, it is possible to think of community participation through Ansar-VDP in the prevention and detection of crime; prevention here meaning the use of anticipatory action to stop, hinder, preclude or render impracticable commission of offences against the law. Community participation through Ansar-VDP can enhance the status of vigilance that prevails in the society and assist in preventing the occurrence of crime. From the acceptance perspective, the community could be assisted through Ansar-VDP in solving their social control problems.

CRIME PREVENTION FRAMEWORK OF ANSAR-VDP

Following the 'push' model, Ansar-VDP is taking the crime prevention mechanism to the interior under the banner of village-based basic training for the members. The village-based training covers 32 male and 32 female members in each village to complement the deterrence effect of law enforcement by extending the area of acceptance. This works. About 2.5 million members were trained since 1995 all over the country. The vocational training to members supported by micro-credit facilities from Ansar-VDP Unnayan Bank for income generating activities also help to motivate the youth. The village-based training takes the law to the people and brings them to own it and practice it as a scheme of social control complementing the enforcement of law by the state. They members are trained on all aspects of human security so that they can play their role during any call from the government or at their own on a voluntary basis. In fact they are developed as change agents of the society. In the UP election of 1997 a total number of 846 female VDP members were elected as UP members. In the UP election of 2003, the number of elected female UP members from Ansar-VDP increased to 915. It reflects the fact that the members of Ansar-VDP have wide range of acceptance by the people. So they might be effective in crime prevention beyond our expectations.

Under LG the crime prevention framework of Ansar-VDP can be as follows:

* The Upazilla Parishad can effectively utilize the existing Ansar Company of 115 trained male members and the platoon of 32 trained female members in each Upazila.
* The Union Parishad can utilize 32 trained Ansar of the Union Ansar Platoon.
* In each village the trained VDP members, both male and female can be utilized by any of the LGs.

Through Ansar-VDP, a wide range of activities would be possible including motivation, counselling, mediation, dispute resolution and sensitization to law as a scheme of social order. The need for social control reflects the existence of social problems. It also reflects the services people deserve to address and overcome these problems. The availability of services that help people resolve their social problems and the accessibility to such services becomes another critical institutional issue in crime prevention, which can be addressed through Ansar-VDP.

The effective framework of utilizing the Ansar-VDP members should be worked out following some successful cases like the village Parail, Kaladaha or Raghabpur of Mymensinh district. LG institutions should decide by themselves how effectively they can utilize the preventive services of Ansar-VDP members in their own localities.

CAPACITY BUILDING OF ANSAR-VDP

Ansar-VDP has turned into a vast organization with least preparation. If we agree with the proposition that prevention of crime at the grassroots level is the best possible cost effective option for a growing economy like ours, we should look towards Ansar-VDP with a little more concern. For capacity building of Ansar-VDP the following steps may be helpful:

* Pursuant to provisions of the Acts of 1995, rules are immediately to be framed defining specific responsibility of the members of Ansar-VDP under local government.
* Involving 50% women members to effectively prevent violence against women, rape, trafficking, abuse, eve-teasing, dowry, child marriage, acid throwing, etc.
* Organize a national level workshop to work out effective crime prevention mechanisms through Ansar-VDP, under local government.
* Re-organize the grassroots level platoons of Ansar-VDP & strengthen the HRD programmes of Ansar-VDP.
* Updating the village-based training.
* Form an inter-ministerial committee to reform Ansar-VDP and utilize its potential capabilities for crime prevention.
* Work out innovative programmes of crime prevention (like the Village Parail/Kaladaha of Mymynsingh.
* Update & reform the existing mandate of Ansar-VDP to augment sustainable & effective mechanisms for crime prevention at the grassroots level.

CONCLUSION

Prevention is always a better solution about crime. Nothing should logically be a barrier to utilize the potential of Ansar-VDP in an effective framework of crime prevention through local government institutions. As the largest community based disciplined organization, Ansar-VDP appears to be a nice platform to organize primary & secondary level preventive activities under LG. Some tertiary or rehabilitative programmes also can be initiated by Ansar-VDP. Let us change few of our traditional ideas to change the status of law and order cost-effectively in Bangladesh.

(The author is Director, Ansar & VDP on Lien)

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৩ ফাল্গুন ১৪১৫
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

বাণী

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ২৯তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি সংগঠনের সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আনসার বাহিনী পালন করছে এক অসামান্য গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। আমি শহীদ আনসার মুক্তিযোদ্ধাদের সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। এ বাহিনীর সদস্যগণ স্বাধীনতার পর থেকে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সমাজ গঠনমূলক কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন । দেশের সার্বিক কল্যাণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ বাহিনীর সকলকে আরও সুসংগঠিত ও কর্মতৎপর হতে হবে।

গত নির্বাচনে দিনবদলের প্রত্যাশায় জনগণের রায়ের প্রেক্ষাপটে দেশ সেবার জন্য এ বাহিনীর সদস্যগণ নিজেদেরকে আরও দক্ষ কর্মী হিসেবে প্রস্তুত করবেন। তাঁরা প্রিয় মাতৃভূমিকে গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টায় অবিচল থেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তবায়ন করবেন।

আমি এ বাহিনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৩ ফাল্গুন ১৪১৫
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

বাণী

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ২৯তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল পর্যায়ের সদস্যদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের মহামান্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি-কে ১২ জন আনসার সদস্য গার্ড অব অনার প্রদান করে বাহিনীর জন্য গৌরব বয়ে আনে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ডাকে ৬৭০ জন কর্মকর্তা ও আনসার সদস্য মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। মুক্তিযোদ্ধারা এ বাহিনীর চল্লিশ হাজার রাইফেল স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্যবহার করে।

জাতীয় সমাবেশের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে, জাতির 'দিন বদলের' সূচনা লগ্নে এ বাহিনীর সকলে নবচেতনায় উদ্দীপ্ত হবে বলে আমি মনে করি।

একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং সমতল এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে ব্যাটালিয়ন আনসাররা সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। প্রায় ত্রিশ হাজার অংগীভূত আনসার দেশের শিল্প কারখানা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা রক্ষার প্রশংসনীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আনসার সদস্যরা গ্রামীণ সমাজ উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৭ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সিডর পরবর্তী পুনর্বাসনে এবং সাম্প্রতিক জাতীয় সংসদ ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নয় লক্ষাধিক আনসার সদস্যদের সফলভাবে দায়িত্ব পালনের প্রশংসা করছি।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গ্রামীণ সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অনন্য ভূমিকার এবং এ বাহিনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

তানজিম আহমদ

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
০৩ ফাল্গুন ১৪১৫
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আনসার ভিডিপি দিবস ও ২৯তম জাতীয় সমাবেশ ২০০৯ উপলক্ষে আমি বাহিনীর সকল পর্যায়ের সদস্য-সদস্যাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ষাট বছরের ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের অধিকারী আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। কর্মদক্ষতা দ্বারা জাতীয় অঙ্গনে এ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ এক স্থান অর্জন করেছে। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর ছিল গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। বাহিনীর ১২ জন আনসার মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপ্রধানকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ৬৭০ জন কর্মকর্তা ও আনসার শাহাদাৎ বরণ করেন। বাহিনীর ব্যাটালিয়ন আনসাররা বিগত ৩২ বছর ধরে পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনীর সাথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্ত্রাস দমনে সাহসী ভূমিকা রাখছে। তারা সমতল এলাকায় পুলিশ ও র‍্যাব এর সাথে এবং এককভাবে দায়িত্ব পালন করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দুই সহস্রাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও কলকারখানায় নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত প্রায় ত্রিশ হাজার আনসার সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করছে। জাতীয় অগ্রযাত্রায় এসবের অবদান অসামান্য। গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রামীণ সমাজে উন্নয়ন কর্মী ও পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করছে। গ্রামভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামের ৬৪ জন নারী ও পুরুষ সচেতন, আত্মনির্ভরশীল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক। তারা নিজেদের কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শান্তি-রক্ষা, কৃষিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিকল্পিত পরিবার গঠন, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সচেতনতা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, বৃক্ষরোপণ, প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচ আই ভি এবং এইডস প্রতিরোধ এসব ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। গ্রামীণ মানব সম্পদের উন্নয়নে এবং সরকারের গ্রামোন্নয়নমুখী যাবতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা।

২০০৭ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ দুর্যোগ সিডর পরবর্তী উদ্ধার ও পুনর্বাসন কাজে এ বাহিনীর সদস্যরা কঠোরশ্রম নিয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ - এ প্রায় ৪ লক্ষাধিক এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০০৯-এ ৩ লক্ষাধিক অংগীভূত আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে সবার প্রশংসা অর্জন করেছে। বাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা, গ্রামভিত্তিক ভিডিপি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ সদস্য-সদস্যাদের আরো সক্রিয় করার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। একই সাথে তাদের কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। নিটিং প্রশিক্ষণ দিয়ে বিপুল সংখ্যক সদস্য-সদস্যার তাৎক্ষণিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সদস্য-সদস্যাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য পুরস্কার ও কল্যাণ সুবিধাদি সম্প্রসারিত করা হয়েছে। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। বাহিনীর জন্য একক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র নির্ধারণ/সম্প্রসারণ, আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার শুরু দ্রুততরকরণ, ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকরি দুই বছর পরই স্থায়ী করণ, বাহিনীর নূতন সদর দপ্তর স্থাপন, সদস্য-সদস্যাদের কর্মসংস্থানের নূতন সুযোগ সৃষ্টি এসব ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তৎপরতা শুরু করা হয়েছে। এ বছরে বাহিনীর জন্য একটি মডেল প্যাকেজ কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।

জাতীয় সমাবেশ ২০০৯ উপলক্ষে বাহিনীর ৫৯ লক্ষাধিক সদস্য-সদস্যার প্রতি আমার আহবান, দেশের অগ্রগতি অর্জন এবং বাহিনীর ঐতিহ্য আরও সমুজ্জ্বল করার প্রত্যয়ে সকলে আরো নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও আন্তরিকতা নিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাবেন। মনে রাখবেন, মহান স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমরা সকলে দৃঢ়সংকল্প।

পরম করুণাময় আপনাদের সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ।

মেজর জেনারেল এ টি এম আমিন, পিএইচডি, পিএসসি

COURTESY
EASTERN HOUSING LTD.
আপন ঠিকানা গড়ে দেয়